ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 137 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৯৩ ● কলকাতা ● ১৫ কার্ত্তিক, ১৪৩২ ● রবিবার ● ০২ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

শওকতের বিরুদ্ধে একজোট আরাবুল-কাইজার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভাঙড়: ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভাঙড়ের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ? তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে ভাঙড়ে একজোট হলেন শাসক দলের দুই বিতর্কিত মুখ আরাবুল ইসলাম এবং কাইজার আহমেদ। এ দিন শওকত মোল্লার বিরুদ্ধে একসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনও করেন আরাবুল এবং কাইজার।ক্যামিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার নাম না করেই কাইজার বলেন, 'কয়েকজন চোর ছাড়া কোন সাধারণ মানুষ শওকত মোল্লার সঙ্গে নেই। উনি শুধু লাশের রাজনীতি করেন। অন্য জায়গা থেকে ভাঙড়ে এসে শুধুই মানুষ খুন করছেন। আমাকেও খুন করতে চেয়েছিলেন। আমার অফিসে হামলা হয়েছে। পুলিশ এখনও নীরব, কোনও পদক্ষেপ করেনি, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা জন্য আমি এবার আদালতের দারস্থ হব।'

আরাবুল ইসলামও বলেন, 'ভাঙড়ে দলটাকে আমরা প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। আজ পুরনো লোকেদের সরিয়ে দিয়ে কয়েকজন তোলাবাজকে নিয়ে উনি দল চালাচ্ছেন। সেটা আর হতে দেব না। ২০২৬-এ

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 100

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

তিনি সর্বদা গঠনাত্মক এবং সৃজনাত্মক কাজেই লেগে থাকেন এবং এরকম কাজই তাঁর দ্বারা হতে থাকে। স্পন্দন সর্বদা ইতিবাচক রূপে শরীর থেকে বাইরে বেরোবার জন্য তিনি নেতিবাচক, নিরাশ, হতাশ স্পন্দনযুক্ত ব্যক্তিদের বড় শক্তি দেওয়ার কাজ করেন। এরকম নেতিবাচক স্পন্দনযুক্ত ব্যক্তি ইতিবাচক স্পন্দনযুক্ত ব্যক্তিদের দিকে খুব আকর্ষিত হয় এবং তাদের নেতিবাচক স্পন্দনেও পরিবর্তন আসে।"

"এক প্রভাবশালী চিত্তযুক্ত মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সহজেই একাত্ম হয়ে যায় আর তিনি প্রকৃতি থেকে সহজে শক্তি গ্রহণ করেন আর ঐ প্রাপ্ত শক্তিকে নিজের ইচ্ছানুসারে অন্যের মধ্যে প্রবাহিত করতে পারেন।

ক্রমশঃ

ইডি, সিবিআই লাগবে না, মানুষই তৃণমূলকে ছুড়ে ফেলবে, '২৬-এর নির্বাচন, তৃণমূলের বিসর্জন: শমীক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

'কোনও কমিশন, কোনও ইডি, সিবিআইয়ের প্রয়োজন নেই। কেন্দ্রীয় বাহিনী লাগবে না। বাংলার মানুষই তৃণমূলকে ছুড়ে ফেলে বাংলায় ডবল ইঞ্জিনের সরকার প্রতিষ্ঠা করবে।' শনিবার বিজেপি যুব মোর্চার এক অনুষ্ঠানে এসে এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর মতে রাজ্যের (পশ্চিমবঙ্গ) মানুষ মন ঠিক করে নিয়েছেন। তৃণমূলের এই অত্যাচার তারা আর সহ্য করতে পারছেন না।

সারা দেশের প্রায় প্রতিটা বিজেপি বিরোধী দল একবাক্যে একটা অভিযোগ বরাবর করে যে; বিজেপি ক্ষমতায় আসার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করে। তা সে ইডি, সিবিআই হোক বা রাজ্যপালকে কাজে লাগিয়ে বিরোধী সরকার ভেঙে দেওয়া হোক। শনিবার খানিকটা সেই প্রসঙ্গ টেনে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন, ইডি, সিবিআই-এর ভরসায় বিজেপি রাজনীতি করতে আসেনি, বিজেপি এসেছে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে। বিজেপির কোনও ইডি, সিবিআই বা কেন্দ্রীয় বাহিনী লাগবে না।' শমীক ভট্টাচার্যের মতে, রাজ্যের মানুষ তাঁদের মনস্থির করে নিয়েছেন। তাঁর মতে, 'বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, মানুষ বিজেপিকে চায়।'

এসআইআর বা ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন নিয়ে রাজ্য রাজনীতি এই মুহূর্তে তোলপাড়। বিজেপির একের পর এক নেতা বারবার করে বলছেন এসআইআর হলেই এক কোটি অবৈধ ভোটারের নাম বাদ যাবে, আর সেটা হলেই ২০২৬-এ তৃণমূলের পরাজয় হবে। যদিও রাজ্য সভাপতির মন্তব্য, 'কবে কমিশন এসআইআর করবে তার জন্য বিজেপি বসে নেই। এসআইআর হোক, কমিশন আসুক বা না আসুক, ৩৫৫ বা ৩৫৬ ধারা নয়, কোনও রাজ্যপাল লাগবে না। বাংলার মানুষই আর তৃণমূলকে ক্ষমতায় আনবে না।

তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারকে আক্রমণ করে শমীক আরও বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুব গর্বের সঙ্গে বলেন পশ্চিমবঙ্গ ১০০ দিনের কাজে দেশে এক নম্বর। আসলে তাঁর লজ্জা নেই। রাজ্যের আর্থিক দুর্দশা এখন এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে এরাজ্যের মানুষের এখন একটাই লক্ষ্য ১০০ দিনের কাজ পাওয়া। অন্য কোনও কাজ আর এখন এই রাজ্যে নেই। আমরা এখন নৈরাজ্যের বাসিন্দা।'

আদিবাসী বিপ্লবীদের সম্মান, দেশের প্রথম ডিজিটাল মিউজিয়ামের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রায়পুর: দেশের প্রথম ডিজিটাল মিউজিয়ামের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উৎসর্গ করা হয়েছে এই মিউজিয়ামটি। ছত্তীসগঢ় সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এখানে শহিদ বীর নারায়ণ সিং মেমোরিয়ালেও যাবেন।

ছত্তীসগঢ়ের নব রায়পুর অটল নগরে এই মিউজিয়াম তৈরি করা হয়েছে। এই মিউজিয়ামে ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করা আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহসিকতা, বীরত্ব ও আত্মত্যাগকেই তুলে ধরা হয়েছে। শহিদ বীর নারায়ণ সিং মেমোরিয়াল নাম দেওয়া হয়েছে। তিনি ছত্তীসগঢ়ের প্রথম শহিদ স্বধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, যিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মিউজিয়ামের উদ্বোধন করবেন।

৫০ কোটি টাকা খরচ করে এই মিউজিয়াম তৈরি করা হয়েছে ১০ একর জমির উপরে। এই মিউজিয়ামে হালবা বিদ্রোহ, সরগুজা বিপ্লব, ভোপালপতনম, পারালকোট, তারাপুর, কোই, মেরিয়া, রানি চাউরি, ভূমকাল সব একাধিক আদিবাসী আন্দোলনকেই তুলে ধরা হয়েছে। মিউজিয়ামের প্রবেশপথেই সরগুজা শিল্পীদের তৈরি কাঠের কাজ দেখা যাবে। শাল, মহুয়া গাছের রেপ্লিকাও থাকবে। এই গাছগুলির এক একটি পাতা গল্প বলবে আদিবাসী বিপ্লবের। থাকবে বিরসা মুণ্ডার মূর্তিও।

মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই জানিয়েছেন, এই ডিজিটাল মিউজিয়াম ছত্তীসগঢ়ের আদিবাসী সংস্কৃতিকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরবে। মিউজিয়ামে থাকবে সেলফি পয়েন্ট। এছাড়াও বিশেষভাবে সক্ষম, প্রবীণ নাগরিকরা যাতে আসতে পারেন, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছত্তীসগঢ়ের প্রখ্যাত শিল্পী পদ্মবিভূষণ তীজন বাইয়ের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং তার স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন। পদ্মভূষণ প্রাপ্ত লেখক বিনোদ কুমারের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি।

(১ম পাতার পর)

শওকতের বিরুদ্ধে একজোট আরাবুল-কাইজার

শওকত মোল্লা ছাড়া ভাঙরে লড়াই করা হবে।' যদিও আরাবুল-কাইজারের তোলা অভিযোগের পাল্টা শওকত মোল্লার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ভাঙড়ের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের দুই শিবিরের নেতা হিসেবে পরিচিত আরাবুল ইসলাম এবং কাইজার আহমেদ।দু পক্ষের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বার বার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ভাঙড়। পরস্পরের বিরুদ্ধে তোপও দেগেছেন দুই নেতা। ভাঙড় নিজেদের দখলে থাকলেও আরাবুল-কাইজারের বিবাদ তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বেরও মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দুই পক্ষকে সামাল দিতে একসময় যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে পুলিশ প্রশাসনকেও।

যদিও ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লাকে তৃণমূল কংগ্রেস ভাঙড়ের পর্যবেক্ষক নিয়োগ করার পর থেকেই ভাঙড়ের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি হয়। এলাকার দখল নিয়ে শওকত অনুগামীদের সঙ্গে একদিকে আরাবুল গোষ্ঠী, আবার কাইজারের দলবলের সংঘাত তৈরি হয়। কয়েক দিন আগে ঘটকপুকুরে কাইজার আহমেদের অফিস এবং পরে বাড়িতে হামলা এবং বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে শওকত ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে। শওকতের নেতৃত্বেই তাঁর পার্টি অফিস ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ কাইজারের। এমন কি, বাড়িতে হামলার সময় তাঁকে খুনের হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ভাঙড়ের রাজনীতিতে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে শওকতের বিরুদ্ধে এর আগে সরব হয়েছেন আরাবুলও। কাইজারের বাড়ি এবং অফিসে হামলার পর দূরত্ব মিটিয়ে এলাকা রাশ হাতে রাখতে ফের একজোট হন দুই নেতা। জোড়া হামলার পরেও পুলিশ শওকত মোল্লা অথবা তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ কাইজার আহমেদের। এরই প্রতিবাদে আজ ভাঙড় থানায় কাইজার ও আরাবুলের উপস্থিতিতে স্মারকলিপি দেওয়ার কথা ছিলো। পুলিশ অনুমতি না পাওয়ায় ঘটকপুকুরে কাইজারের ভাঙা পার্টি অফিসের সামনে বিক্ষোভের সিদ্ধান্ত হয়। তাতেও বাধ সাধে পুলিশ। এর পরই কর্মী সমর্থকদের নিয়ে আরাবুল ইসলামের বাড়িতে এসে একসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক করেন কাইজার আহমেদ।

SIR-এর বিরোধিতায় পথে মমতা-অভিষেক! ৪ নভেম্বর ধর্মতলা থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত মহামিছিলের ডাক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআরকে ঘিরে ফের পথে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপির বিরুদ্ধে 'ষড়যন্ত্রের অভিযোগ' তুলে মিছিলের ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, আগামী ৪ নভেম্বর, মঙ্গলবার অর্থাৎ যেদিন থেকে রাজ্যজুড়ে বুথ লেভেল অফিসার (BLO)-রা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (SIR)-এর কাজ শুরু করবেন, সেদিনই ধর্মতলায় পথে নামছেন দু'জনেই।

ধর্মতলার গান্ধী মূর্তির পাদদেশ থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত পদযাত্রার আয়োজন তৃণমূলের

দলীয় (Trinamool Congress) সূত্রে খবর, ওইদিন দুপুরে ধর্মতলার গান্ধী মূর্তির পাদদেশ থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত বিশাল পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। সেই মিছিলে মমতা ও অভিষেকের সঙ্গে হাঁটবেন দলের সাংসদ, কাউন্সিলর, জেলা সভাপতি-সহ হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক। শাসকদলের তরফে জানানো হয়েছে, 'বিজেপির ষড়যন্ত্রে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হচ্ছেন, সেই আতঙ্কের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেই জনগণকে সত্যিটা জানানোই এই মিছিলের উদ্দেশ্য।' ইতিমধ্যেই রাজ্যে এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের ক্ষোভ উর্ধ্বমুখী। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় নাম বাদ যেতে পারে, এই আশঙ্কায় রাজ্যের তিনজনের মৃত্যুর ঘটনা শাসক শিবিরে প্রবল আলোড়ন ফেলেছে। এ নিয়েই প্রথম দিন থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি নাকি 'এসআইআরকে এনআরসি-র ঘুরপথে নিয়ে যেতে চাইছে', এমন অভিযোগও তুলেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, এবার মাঠে নেমে আরও বড় আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃণমূল । দলের এক শীর্ষ নেতা বলেন, "মানুষের ভয় দূর করতে নেত্রী নিজেই পথে নামছেন। বিজেপির বিভ্রান্তিমূলক প্রচারের জবাব দেবে এই ঐক্যের মিছিল।" রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, মঙ্গলবারের এই পদযাত্রাকে কেবল রাজনৈতিক বার্তা নয়, রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়া এসআইআর আতঙ্কের প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

BLO-দের সুরক্ষা দেবে রাজ্য? কমিশন বৈঠকে কী আশ্বাস দিলেন রাজ্যের নোডাল অফিসার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (SIR) শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য জুড়ে উত্তেজনা তুঙ্গে। কেন্দ্রের নির্দেশে এই প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করছেন বুথ লেভেল অফিসাররা (BLO)। কিন্তু রাজ্যে তাদের নিরাপত্তা নিয়েই উঠছে একের পর এক প্রশ্ন। কারণ, এসআইআর ঘোষণার পর থেকেই তৃণমূল-বিজেপি চাপানউতোরে যেন ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বঙ্গ রাজনীতি।

প্রশ্নের মুখে বিএলওদের নিরাপত্তা

গত ২৭ অক্টোবর বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার (SIR) আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সেই সময়ই তিনি স্পষ্ট করে দেন, বিএলওদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সংশ্লিষ্ট রাজ্য প্রশাসনের দায়িত্ব। এর মধ্যেই বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দেন যে, "বিএলওরা গ্রামে গেলে দলের বুথ কর্মীরাও যেন সঙ্গে থাকেন, একটি নামও যেন বাদ না যায়।" তাঁর এই বক্তব্য ঘিরেই শুরু হয় নতুন বিতর্ক। বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ সুভাষ সরকার সরাসরি পাল্টা জবাব দিয়ে বলেন, "বিএলওদের সঙ্গে তৃণমূলের লোক যাবে মস্তানি করতে? কমিশনের প্রতিনিধি হিসেবে বিএলওরা কাজ করছেন। কেউ যদি মস্তানি করতে যায়, কেন্দ্রীয় বাহিনীর লাঠিও পড়তে পারে, গুলিও।" ফলে এসআইআর ঘোষণার আগেই রাজ্যে তৈরি হয় তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা।

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

রাজ্য পুলিশের স্থায়ী ডিজি কে হবেন?

বাংলায় পরবর্তী স্থায়ী ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ কে হবেন? এই প্রশ্নে এখন চরম টানাপোড়েন প্রশাসনিক মহলে। ভারপ্রাপ্ত ডিজি রাজীব কুমারকেই কি স্থায়ী দায়িত্বে বসানো হবে, নাকি নয়াদিল্লি থেকে আসবে নতুন নাম? সূত্র বলছে, এই নিয়েই সংঘাতে জড়িয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি)। তবে এখানেই তৈরি হয়েছে জট। ইউপিএসসি এই ব্যাখ্যা মেনে নিলেও, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তাতে সহমত নয় বলে জানা যাচ্ছে। ফলে কেন্দ্রীয় দুই সংস্থার এই মতভেদের কারণে ঝুলে রয়েছে রাজ্য পুলিশের স্থায়ী ডিজি নিয়োগের ফাইল। প্রবীণ আমলাদের মতে, এই ক্ষেত্রে ইউপিএসসির মতামতই প্রাধান্য পাওয়ার কথা, কারণ নিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে কমিশনের সুপারিশই মূল ভিত্তি হয়। তাই তাঁদের ধারণা, সব জটিলতা কাটিয়ে রাজীব কুমারই শেষ পর্যন্ত রাজ্যের স্থায়ী ডিজি হিসেবে দায়িত্ব পেতে পারেন। উল্লেখ্য, রাজীব কুমার পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের ১৯৮৯ ব্যাচের আইপিএস অফিসার। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে তিনি ভারপ্রাপ্ত ডিজি হিসেবে দায়িত্ব পান। লোকসভা ভোট ঘোষণার পর তাঁকে ওই পদ থেকে সরিয়ে দেয় নির্বাচন কমিশন। যদিও ভোটের পরে রাজ্য সরকার তাঁকে ফের সেই দায়িত্বে ফিরিয়ে আনে। সূত্রের খবর, রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ বুধবার দিল্লিতে ইউপিএসসির এক বৈঠকে যোগ দেন। সেখানেই রাজ্যের পক্ষ থেকে দ্রুত স্থায়ী ডিজি নিয়োগের অনুরোধ জানানো হয়। ওই বৈঠকের পরই দুই সংস্থার বিধি-বিধান নিয়ে মতপার্থক্যের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।পদ থেকে সরলেন রাজীব কুমার, রাজ্য পুলিশ ও সচিব স্তরে ব্যাপক রদবদল করল নবান্ন ডিজি পদে নিয়োগের একটি নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী, প্রার্থীর অবসর নেওয়ার অন্তত ছয় মাস বাকি থাকতে হবে। রাজীব কুমারের অবসরের নির্ধারিত দিন ২০২৬ সালের ৩১ জানুয়ারি অর্থাৎ হাতে এখন আর প্রায় তিন মাস। কিন্তু যখন রাজ্য সরকার তাঁকে স্থায়ী ডিজি করার প্রস্তাব পাঠিয়েছিল, তখন তাঁর কর্মজীবনের বাকি ছিল ছয় মাসেরও বেশি। ফলে রাজ্যের তরফে কোনও নিয়মভঙ্গ হয়নি, এমনটাই দাবি প্রশাসনিক সূত্রের। এই যুক্তিতে বলা হচ্ছে, প্রস্তাব পাঠানোর সময় নিয়ম মেনে পদোন্নতির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তাই এখন রাজীব কুমারকে স্থায়ী ডিজি করার ক্ষেত্রে কোনও বাধা থাকা উচিত নয়।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(বাইশতম পর্ব)

যা বেরিয়ে এলে সেটি আপনাদের সামনে পরিবেশন করছি ! ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যখন যুদ্ধ করছেন এমন সময় একটি জ্যোতির্ময় লিঙ্গের আবির্ভাব হল। সেই লিঙ্গের আদি বা অন্ত ছিল না।বিষ্ণু বললেন, 'হে ব্রহ্মা, যুদ্ধ থামাও। দ্যাখো, একটি তৃতীয় বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছে। এই লিঙ্গটি কী? কোথা থেকেই বা এল? এসো, এর আদি ও অন্ত অনুসন্ধান করে দেখি। তুমি রাজহংসের রূপ ধারণ করে উপরে উঠে যাও। আমি বরাহের রূপ ধারণ করে নিচের দিকে যাচ্ছি।'এই প্রস্তাবে ব্রহ্মা রাজি হলেন।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

BLO-দের সুরক্ষা দেবে রাজ্য? কমিশন বৈঠকে কী আশ্বাস দিলেন রাজ্যের নোডাল অফিসার

"ভয়ে রয়েছেন বিএলওরা", অভিযোগ বিজেপির

রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, "বিএলওরা এখন ভয়ের মধ্যে কাজ করছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বলেছেন, একজনের নাম বাদ গেলে ছেড়ে দেবেন না। কিন্তু একজন বিএলও যদি নিয়ম মেনে কাজ করেন, কোনও অনুপ্রবেশকারীর নাম রাখবেন কীভাবে? বাদ দিতেই হবে। তখন তৃণমূলের লোক হামলা চালাবে, পুলিশ মামলা করবে। তখন সুরক্ষা দেবে কে?"

সুকান্তের দাবি, এই বিষয়টি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দেখা উচিত। প্রয়োজনে বিএলওদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সরাসরি বৈঠক করা দরকার বলে জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত সোমবারই সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার প্রশ্নের জবাবে বলেন, "এমন কিছু হবে না বলে মনে করি। তবে যদি হয়, সংশ্লিষ্ট রাজ্য প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।" এর পরেই নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের নোডাল অফিসার আশ্বাস দেন যে, বিএলওদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে রাজ্য সরকার। এরফলে আপাতত স্বস্তি প্রশাসনিক মহলে, তবে রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক উত্তেজনায় বিএলওদের নিয়ে নিরাপত্তা জনিত নিয়ে প্রশ্ন এখনও রয়েছে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এদেশে প্রচলিত প্রবাদ হল বর্তমানে কালীর মূর্তিরূপ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ-এর। আগমবাগীশের "সৃষ্ট" কালীরূপ সম্পর্কে জানা যাচ্ছেঃ

"দেবী করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, দক্ষিণা, দিব্যা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু দিবসে ফিরে দেখা

(শেষ ভাগ)

বিক্ষোভ শুরু হয়। এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৫ সালের ২৫ শে জুন মধ্যরাতে "অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা চালু" করেন। তাঁর এই কাজে তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন সিদ্ধার্থ শংকর রায়, আর কে ধাওয়ান, দেবকান্ত বড়ুয়া এবং তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয় গান্ধী (যিনি ১৯৮০ সালের ২৩ শে জুন এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন)। সেই সময় দেশজুড়ে শুরু হয় প্রেস সেন্সারশীপ। মুলতবি করা হয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো এবং বিরোধী দলগুলির নেতাকর্মীদের আটক করা হয়।

১৯৭৭ সালে নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয় ইন্দিরা গান্ধী হেরে যান রায়বেরেলি কেন্দ্রে রাজনারায়ণের কাছ থেকে। (যিনি ১৯৭৫ সালে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধীকে না হারানো পর্যন্ত তিনি দাড়ি কাটবেন না)। সেই সময় কেন্দ্রে গঠিত হয় মোরাজজি দেশাই-এর নেতৃত্বে জনতা পার্টি সরকার। এরপর ১৯৭৮ সালে কর্নাটকের চিকমাগালুর লোকসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী আরও একবার জয়লাভ করেন এবং লোকসভায় ফিরে আসেন। ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে জনতা পার্টি সরকার ভেঙে যায় (যে ঘটনা ভারতের রাজনীতিবিদ ইতিহাসে জুলাই ক্রাইসিস নামে চিহ্নিত হয়ে আছে)।

এরপর ১৯৮০ ৪ ঠা জানুয়ারি আবার দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। এরপরেই পাঞ্জাবে শুরু হয় পৃথক রাষ্ট্রের দাবিতে খালিস্থানে আন্দোলন। যার চূড়ান্ত মোকাবিলায় ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮৪ সালের ৩রা জুন অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরে সেনা অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর আদেশেই শিখদের পবিত্র ধর্মশালা স্বর্ণমন্দিরে ভারতীয় সেনা হানা দেয়। যার পোশাকি নাম ছিল 'অপারেশন ব্লু-স্টার'। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এই সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়াতেই ১৯৮৪ সালের ৩১ শে অক্টোবর নতুন দিল্লির বাসভবনে (১ সাফদরজং রোড) নিজেরই শিখ জাতীয়তাবাদী দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। তাঁর সুযোগ্য পুত্র রাজীব গান্ধী মায়ের মৃত্যুর খবর জানতে পারেন বাংলার অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার এক সাংগঠনিক সভায় এসে। সেই সময় তাঁর সাথে ছিলেন সেই সময়কার অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ও দেশের রেলমন্ত্রী এবি গণি খান চৌধুরী। ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে রাজীব গান্ধীকে নিয়ে প্রণব মুখোপাধ্যায় ও গণিখান চৌধুরী অতি দ্রুত নিউ দিল্লি চলে যায়। এই ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন রাজীব গান্ধী।

১৯৯৯ সালে বিবিসি আয়োজিত একটি অনলাইন সমীক্ষায় ইন্দিরা গান্ধীকে "সহস্রাব্দের নারী" আখ্যা দেওয়া হয়। ২০২০ সালে ইন্দিরা গান্ধীকে টাইম পত্রিকা কর্তৃক বিগত শতাব্দীর সংজ্ঞা নির্ধারণকারি ১০০ শক্তিশালী নারীর তালিকাভুক্ত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা বহু প্রতিবাদকেই তিনি কঠোর হাতে দমন করেছিলেন। তাঁর শাসনকালে ভারত অর্থনীতিতে প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছিল। ১৯৮২ সালে ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালেই নতুন দিল্লিতে দক্ষতার সঙ্গে "এশিয়ান গেমস" আয়োজন করা হয়েছিল যা তাঁর সরকারের আরও একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলে মনে করা হয়।

তুখোর রাজনীতিবিদ ইন্দিরা গান্ধী তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁর কর্মজীবনে। সেই কারণেই আজীবন ভারতবাসী তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবেন।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

রোহিঙ্গা আর আজাদ হিন্দ ফৌজ এক! শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্যে বিতর্ক তুঙ্গে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নির্বাচন কমিশন বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু করার কথা ঘোষণা করতেই বিরোধিতা শুরু করেছে তৃণমূল। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই এসআইআরের বিরোধিতায় সুর চড়িয়েছিলেন। এবার পথে নেমে প্রতিবাদও জানাবে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। এরই মধ্যে এসআইআর-এর বিরোধিতা করতে গিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।বিজেপি নেতা সজল ঘোষ ব্রাত্যকে তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, "ব্রাত্য বসু তো একজন অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কোন জায়গায় নেমে গিয়েছেন। এই জায়গায় না নামলে বোধ হয় তৃণমূল করা যায় না।" শিক্ষামন্ত্রীর মন্তব্যের সমালোচনা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছেন বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। তিনি লিখেছেন, "আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীদের সঙ্গে রোহিঙ্গাদের তুলনা করা অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। ১৯৪৪ সালে সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন বর্মা হয়ে ভারতের মাটিতে প্রবেশ করেছিল, তখনও নেহরু কংগ্রেস তাঁদের "অনুপ্রবেশকারী" বলে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল। আজ কার্যত একই ভাষা ব্যবহার করার এই অপচেষ্টা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস এবং দেশপ্রেমের প্রতি গভীর অবমাননা।" এই মন্তব্যের জন্য অবিলম্বে শিক্ষামন্ত্রীকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছে বিজেপি। পদত্যাগের দাবিও জানিয়েছে তারা।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ব্রাত্য যা বলেছেন, তাতে প্রায় একই পংক্তিতে দাঁড় করানো হয়েছে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী ও নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজকে। সেই মন্তব্যই তৈরি করেছে তীব্র বিতর্ক। বিরোধীরা বিজেপি বারবার সওয়াল করেছে যে এসআইআর এ রাজ্যে কার্যকর হলে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের আটকানো সম্ভব হবে। সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়েই ব্রাত্য বসু বলেন, "বিজেপি একটা বিপজ্জনক দল। ওরা ম্যাপ বোঝে না।

মায়ানমার থেকে যে পথে রোহিঙ্গারা ঢোকে সেটা বর্মা থেকে কলকাতা আসার রাস্তা। ওটা আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর রাস্তা। বিজেপি সেই পথকে অপমান করছে।" এসআইআরের বিরোধিতা করতে গিয়ে কার্যত আজাদ হিন্দ ফৌজ ও রোহিঙ্গাদের একই জায়গায় বসিয়ে দিয়েছেন ব্রাত্য। এভাবে আসলে ব্রাত্য বসুই আজাদ হিন্দ বাহিনীর অপমান করেছে বলে দাবি বিজেপির।

সীমান্তে জালে দলে দলে বাংলাদেশিরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারত থেকে 'পালানো'র হিড়িক বাংলাদেশিদের! দুদিনে ধরা পড়ল ভারতে এতদিন ধরে 'অবৈধভাবে' বসবাসকারী প্রায় ৬০ জন বাংলাদেশি। SIR আতঙ্কে ভারত থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার পথে উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর থানার হাকিমপুর চেকপোস্ট ও তারালি সীমান্ত থেকে সীমান্তরক্ষীদের হাতে এদিন ধরা পড়ল ৪৫ জন বাংলাদেশি।প্রসঙ্গত, গতকাল সকালেও স্বরূপনগর থানার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের হাকিমপুর তারালি সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে থেকে বাংলাদেশের সাতক্ষীরায় যাওয়ার সময় বিএসএফের ১৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা পাকড়াও করেন ১২ জনকে। পাকড়াও করে তাঁদের স্বরূপনগর থানার হাতে তুলে দিলে পুলিস তাঁদের গ্রেফতার করে। গতকাল ধৃত ১২ জনের মধ্যে ৫ জন পুরুষ, ৪ জন মহিলা ও ৩ জন শিশু ছিল।গতকাল ধরা পড়েছিল ১২ জন। আজ ফের ধরা পড়ল ৪৫ জন। গত ২ দিনে মোট ধরা পড়ল ৫৭ জন বাংলাদেশি।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ ভোরে স্বরূপনগর থানার হাকিমপুর ও তারালি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে 'পালানোর' চেষ্টা করছিল বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি। ওই সময় বিএসএফের ১৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা তাঁদেরকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাতেই জানা যায় যে, তাঁরা সকলেই বাংলাদেশি। ভারতের কলকাতা, রাজারহাট, নিউটাউন এবং ওদিকে দিল্লি, মুম্বই ও গুজরাট সহ বিভিন্ন রাজ্যে কর্মসূত্রে বসবাস করতেন। এদিন তাঁরা দালালের হাত ধরে ভারত থেকে বাংলাদেশের যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তখনই ধরা পড়েন। ধৃতরা দাবি করেছেন, এসআইআর ঘোষণার পর থেকেই ভারতে বাস করা বাংলাদেশিরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। যে সব বাংলাদেশিদের নথিপত্রের ঠিক নেই, তাঁরা রীতিমত বেকায়দায় পড়েছেন। তাই তাঁরা এখন নিজেদের ভিটে বাংলাদেশে ফিরতে চাইছেন। পুলিস জানিয়েছে, আজ সীমান্তে ধরা পড়া ৪৫ জন বাংলাদেশিকে বসিরহাট আদালতে তোলা হবে।

সিনেমার খবর

আচমকা শাহরুখের গালে চড়, হকচকিয়ে যান কিং খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শাহরুখ খান। হাজার হাজার নারীর মনে যার রাজত্ব, সেই সুপারস্টারের গালেই কিনা চড় মারেন এক নারী? বিশ্বাস করতে অসুবিধা হলেও এটাই ঘটে শাহরুখ খানের সঙ্গে।

বলিউডে মাঝে মাঝে এমন অনেক গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। কিন্তু এটা কোনও গুঞ্জন নয়। কারণ খোদ শাহরুখ খান এই কথা স্বীকার করেছিলেন। এমনকি তিনি নিজেই এটা সবার সঙ্গে শেয়ার করেন।

তবে কী এমন হয়েছিল যে কারণে এক নারী শাহরুখ খানকে চড় মেরেছিলেন? জিরো সিনেমার প্রচারের সময় শাহরুখ খান এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন ঠিক কী ঘটেছিল সেদিন।

এক সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি প্রথম দিল্লি থেকে কীভাবে মুম্বাইতে এসেছিলেন? জবাবে শাহরুখ খান জানান, ট্রেনে।

তবে সেই ট্রেনেই ঘটে এক অদ্ভুত ঘটনা। ট্রেনে টিকিট কেটেই উঠেছিলেন শাহরুখ খান। যার ফলে নিজে আসন নিয়ে তিনি ছিলেন বেজায় সচেতন। সবার মতোই শুয়ে-বসে আসছিলেন। কেউ ক্ষণিকের জন্য বসতে চাইলে তাও দিচ্ছিলেন। কিন্তু ট্রেন মুম্বাইতে প্রবেশ করতেই ঘটে বিপত্তি। শাহরুখ খানের আসনে বেশ কয়েকজন এসে বসতে চান। তিনি সবাইকেই বলছিলেন যে এখানে বসা যাবে না, কারণ এই আসন তার।

কিছুক্ষণ পরে এক নারী তার আসনে বসতে আসেন। নারী হওয়ায় তখন শাহরুখ তাকে বসতে দিয়েছিলেন ঠিকই, তবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তার সঙ্গে থাকা পুরুষটিকে তিনি বসতে দেবেন না। কারণ এটা তার আসন, আর তিনি টাকা দিয়ে এই আসনটি সংরক্ষণ করেছেন। তখন আচমকাই শাহরুখের গালে সজোরে চড় মেরে বসেন ওই নারী!

এ ঘটনায় হকচকিয়ে যান শাহরুখ। তখন তাকে জানানো হয় যে, ট্রেন মুম্বাইতে প্রবেশ করার পর তা লোকাল হয়ে যায়। কোনো আসনই আর সম্পূর্ণ সংরক্ষণ থাকে না। জায়গা থাকলে সবাই এসে সেখানে বসতে পারেন। তখন নিজের ভুল বুঝতে পারেন শাহরুখ।

কুমার শানুর কণ্ঠস্বরের ওপর আইনি সুরক্ষা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জন্মদিনে অনন্য উপহার পেলেন কিংবদন্তি গায়ক কুমার শানু। নিজ কণ্ঠস্বর ও চিত্রের ওপর আইনি সুরক্ষা পেলেন তিনি।

দিল্লি হাইকোর্ট থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি জয় পেয়েছেন কুমার শানু। আদালত একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিয়েছে, যা তার নাম, ছবি, কণ্ঠস্বর ও অনন্য গায়কী স্টাইলসহ তার ব্যক্তিত্ব ও প্রচার-সংক্রান্ত অধিকারগুলোকে অনুমোদন ছাড়া বাণিজ্যিক ব্যবহারের হাত থেকে সুরক্ষা দিচ্ছে। এই মাইলফলক সিদ্ধান্তটি এসেছে যখন গায়ক উদযাপন করলেন তার ৬৮তম জন্মদিন।

আদালতের মৌখিক আদেশ অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি, প্ল্যাটফর্ম বা সংস্থা কুমার শানুর ব্যক্তিত্ব বা অনুকরণ— বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দ্বারা প্রস্তুত কণ্ঠস্বর, জিআইএফ বা ভিডিও ইত্যাদি তার অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করতে পারবে না। এই মামলা দায়ের করা হয়েছিল গায়কের কণ্ঠস্বর, ছবি ও স্বতন্ত্র গায়কী ভঙ্গির অনুমোদন ছাড়া ব্যবহারের বিরুদ্ধে সুরক্ষা পেতে।

এই রায় ভারতের আরও কিছু সেলিব্রিটির পদাঙ্ক অনুসরণ করে, যেমন ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন, হৃতিক রোশন আর করণ জোহর, যারা সম্প্রতি এআইয়ের অপব্যবহার ও ফেক কনটেন্টের বিরুদ্ধে তাদের ডিজিটাল পরিচয় রক্ষায় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি এআই দিয়ে কিশোর কুমারের কণ্ঠস্বর দিয়েও গান তৈরি করা হয়েছে। সেই কারণে কিছু গায়ক অত্যন্ত বিরক্ত। যেমন গায়ক শান এমন পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করেছেন। বলিউডের বিভিন্ন অভিনেতার মতো গায়করাও আইনি পথে হাঁটছেন। সেক্ষেত্রে কুমার শানুর এই আইনি জয় গুরুত্বপূর্ণ।

'বলিউডের মেলোডি কিং' শানু তার সুমধুর কণ্ঠ দিয়ে চলচ্চিত্র জগৎ শাসন করেছেন। 'আশিকি', 'সাজন', 'দিল হ্যায় কি মানতা নাহি' এবং '১৯৪২: আ লাভ স্টোরি'র মতো বহু সুপারহিট গান উপহার দিয়েছেন। একদিনে সর্বাধিক সংখ্যক গান রেকর্ড করার জন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডধারী এই গায়ক ২০টিরও বেশি ভাষায় হাজার হাজার গান গেয়েছেন। সেই কারণে তার এই আইনি সুরক্ষায় খুশি শানুর অনুরাগীরা, যারা আজও শানুর নতুন গান শোনার অপেক্ষায় থাকেন।

'মর্দানি ৩'-এ ফিরছেন রানি মুখার্জি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় ও বলিষ্ঠ অভিনেত্রী রানি মুখার্জি আবারও ফিরছেন তাঁর অন্যতম আইকনিক চরিত্র, সাহসী পুলিশ অফিসার শিবানী শিবাজি রায়-এর ভূমিকায়। তার পরবর্তী ছবি 'মর্দানি ৩'-এর মাধ্যমে এই চরিত্রে তৃতীয়বারের মতো পর্দায় দেখা যাবে তাঁকে। অভিরাজ মীনাওয়ালার পরিচালনায় ছবিটি মুক্তি পাবে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে।

ছবির মুক্তির আগে রানি এক বিবৃতিতে বলেন,"আমার 'মর্দানি' ফ্র্যাঞ্চাইজির মাধ্যমে ভারতীয় পুলিশ বাহিনীকে স্যালুট জানাতে পারা আমার জন্য একটি বড় সম্মান। তাঁরা যেভাবে নিজেদের জীবন বাজি রেখে আমাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করেন, তা সত্যিই অসাধারণ।"

rani

রানি মুখার্জি। সংগৃহীত ছবি

তিনি আরও বলেন,"তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত সময়, পরিবার–সব কিছু ছেড়ে দেশের জন্য কাজ করেন। তাঁদের এই আত্মত্যাগ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। প্রতিটি ইউনিফর্মের পেছনে একজন মানুষ আছেন। যিনি আমাদের মতোই কারও বাবা, মা, সন্তান বা সঙ্গী। আমরা যেন কখনও এই সত্য ভুলি না।"

প্রসঙ্গত, 'মর্দানি' সিরিজের প্রথম দুটি ছবি- 'মর্দানি' (২০১৪) ও 'মর্দানি ২' (২০১৯) দর্শক ও সমালোচকদের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়িয়েছিল। বিশেষ করে নারী-পুলিশ অফিসারের চরিত্রে রানির দৃপ্ত অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল সর্বমহলে।

২০২৭ বিশ্বকাপেও কোহলি-রোহিতকে দেখছেন পন্টিং

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় ক্রিকেটে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে, যেখানে তরুণদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে দায়িত্বের ব্যাটন। শুবমান গিল হয়েছেন ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ দলের নেতা, আর দীর্ঘদিনের অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও ব্যাটিং মহাতারকা বিরাট কোহলি আপাতত আছেন সিনিয়র সদস্য হিসেবেই।

তবে প্রথম ম্যাচেই ব্যর্থতায় সমালোচনার মুখে পড়েছেন এই দুই কিংবদন্তি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে রোহিত করেছেন মাত্র ৮ রান, কোহলি ফিরেছেন শূন্য রানে। এতে প্রশ্ন উঠেছে এই কি তবে শেষের শুরু?

অস্ট্রেলিয়ার সাবেক বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রিকি পন্টিং অবশ্য তা মনে করেন না। তার বিশ্বাস, কোহলি ও রোহিত এখনো ভারতের ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন, এমনকি ২০২৭ বিশ্বকাপেও থাকতে পারেন তারা।

আইসিসি রিভিউ পডকাস্টে পন্টিং বলেন,"চ্যাম্পিয়নদের কখনও হিসাবের বাইরে রাখা যায় না। এই দুজন সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে অন্যতম। কোহলি সম্ভবত আমার দেখা সেরা ওয়ানডে ব্যাটার। তারা দলে অবদান রাখার পথ খুঁজে নেবে এবং আবার জ্বলে উঠবে।"

তিনি আরও যোগ করেন, "যদি তারা আবার পারফর্ম করতে শুরু করে, তাহলে ২০২৭ বিশ্বকাপে তাদের উপস্থিতি অবাক করার কিছু নয়।"

অবশ্য এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে কোহলি-রোহিতকে টিকে থাকতে হবে কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। কারণ বয়সের ভারে ধীরে ধীরে তাদের জায়গা চ্যালেঞ্জ করছে নতুন প্রজন্ম। বিশ্বকাপের সময় রোহিতের বয়স হবে ৪০, কোহলির ৩৮।

আগামী বৃহস্পতিবার সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে অ্যাডিলেইডে নামবে ভারত। পন্টিং মনে করেন, ব্যাটিংবান্ধব এই উইকেটেও কাজ সহজ হবে না ভারতীয়দের, কারণ প্রতিপক্ষে রয়েছেন জশ হেইজেলউড, মিচেল স্টার্ক ও ন্যাথান এলিসের মতো দুর্ধর্ষ বোলাররা।

অধিনায়ক ও খেলোয়াড় পাঠিয়ে ভারতকে ট্রফি নিতে বললেন নাকভি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এশিয়া কাপ শেষ হয়েছে মাসখানেক আগে, কিন্তু এখনো সেই ট্রফি ঘিরে বিতর্কের অবসান হয়নি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরও এখনও পর্যন্ত এশিয়া কাপের শিরোপা হাতে পায়নি ভারত। বিষয়টি ঘিরে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই-এর মধ্যে।

সম্প্রতি বিসিসিআই এসিসিকে ইমেইলের মাধ্যমে অনুরোধ জানায়, ট্রফিটি যেন ভারতে পাঠানো হয়। কিন্তু এসিসি সভাপতি এবং পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ট্রফি ডাকযোগে নয়, নিতে হলে ভারতীয় অধিনায়ক, দল বা কর্মকর্তাদের নিজেই আসতে হবে দুবাইয়ে।

নাকভি বলেন, 'এশিয়া কাপ ট্রফি ভারতে পাঠানো হবে না। ভারতীয় কর্মকর্তা বা খেলোয়াড়দের দুবাই এসে এটি সংগ্রহ করতে হবে।' তিনি আরও জানান, নভেম্বর মাসে দুবাইয়ের এসিসি সদর দপ্তরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে, যেখানে ভারতীয় প্রতিনিধিরা এসে ট্রফি গ্রহণ করতে পারবেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। কিন্তু তখন ট্রফি গ্রহণ করেনি ভারতীয় দল। কারণ, এসিসি সভাপতি মহসিন নাকভি নিজেই ট্রফি তুলে দেওয়ার কথা ছিল এবং তিনি একইসঙ্গে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পিসিবির প্রধান। রাজনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে ভারত সেই সময়ে ট্রফি না নিয়েই দেশে ফিরে যায়।

বর্তমানে এসিসি এবং বিসিসিআই উভয় পক্ষই নিজেদের অবস্থানে অনড়। নভেম্বরের অনুষ্ঠানে ভারত অংশ নেবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য পেছালো লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী বছর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভেন্যুর উন্নয়নের জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ স্থগিত করেছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট। ক্রিকেট বোর্ড এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে।

ডিসেম্বরে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন হওয়ার কথা থাকলেও ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপের জন্য তিনটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ ভেন্যুকে প্রস্তুত করতে সময় দেওয়াই মূল লক্ষ্য। সেই কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে এলপিএল।

এসএলসি জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ২০২৫ সালের এলপিএলের আসরটি আরও উপযুক্ত সময়ে স্থানান্তরিত করা হবে। যাতে বিশ্বকাপের আগে ভেন্যুগুলির সার্বিক প্রস্তুতি নিশ্চিত করার ওপর পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া যায়।

জানা গেছে, কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামসহ অন্যান্য ভেন্যুর সংস্কার কাজ দ্রুত শুরু হবে। চলমান নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেটের জন্য স্টেডিয়ামের এই সংস্কার কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল। যা এবার ফের শুরু হবে।

এবারের এলপিএল-এ প্রথমবারের মতো ভারতীয় ক্রিকেটারদেরও খেলার কথা ছিল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR